মুজাহিদ শাইখ আইমান আল-জাওয়াহিরী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) এর পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা

শামের মুজাহিদদের রক্ত রক্ষার্থে শাহাদাহ

মুজাহিদ শাইখ আইমান আল-জাওয়াহিরী (আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন) এর পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা

শামের মুজাহিদদের রক্ত রক্ষার্থে শাহাদাহ

লেখক: মুজাহিদ শাইখ আইমান আল-জাওয়াহিরী

পরিবেশনায়: বালাকোট মিডিয়া

বিসমিল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ, ওয়া আলিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া মান ওয়া লাহু

হে আমার প্রত্যেক স্থানের মুসলমান ভাইয়েরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

অতঃপর, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি শামে মুজাহিদদের মধ্যকার ফিত্না নিয়ে কিছু কথা বলতে। যখন আমি মহান অনুরোধ পেলাম প্রিয় বিজ্ঞ ভাই, সুস্পষ্ট সত্যভাষী মুহাজির; দাওয়াহ, তাবলীগ, নসীহতের ক্ষেত্রে অবিচল ব্যক্তি, প্রিয় শাইখ ডক্টর আবু করীম হানী আস-সিবায়ী এর পক্ষ থেকে - আল্লাহ তাঁকে প্রত্যেক মন্দ থেকে রক্ষা করুন, তাঁকে সত্যের উপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন, তাঁকে মুসলমান ও মুজাহিদদের মধ্যে একতা স্থাপনের ক্ষেত্রে সাহায্য করুন।

আমি পরামর্শ গ্রহণ ও ইস্তেখারার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমার কথাগুলো এই বিষয়ে সাধারণভাবে এবং যে বিষয়ে তিনি জানতে চেয়েছেন সে বিষয়ে বিশেষভাবে। যা তিনি জানতে চেয়েছেন বিগত জামাদিউল উলার পচিশ তারিখে চৌদ্দশত পয়ত্রিশ হিজরী সনে, এই অনুরোধটি প্রচারিত হয় মাকরিজির রেডিও থেকে।

আমি বলছি, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই জটিল বিষয়ে দু’টো দিক নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রথমত, ওই বিষয় যা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রিয় ভাই ডক্টর শাইখ হানী আস-সিবায়ী; যাতে করে আমার থেকে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর হয় মুজাহিদদের মধ্যকার ফিত্না প্রশমনের কারণ। সুতরাং আমি বলছি, আমার তো এতে ক্ষতি হবে না যদি আমার পক্ষ থেকে নির্গত কথাকে আল্লাহ মুজাহিদ মুসলমানদের রক্তপাত বন্ধের কারণ বানিয়ে দেন।

দ্বিতীয়ত, ওই ভাইয়ের কথায় সাড়া প্রদান যিনি আমার প্রিয় মহান কল্যাণকামী, আমার প্রতি যার রয়েছে ভালোবাসা ও জবাব চাওয়ার অধিকার।

আমি আমার কথাকে বিভক্ত করেছি, - ইনশা আল্লাহ - ক্রমান্বয়ে শাহাদাহ (সাক্ষ্য প্রদান), নির্দেশ ও অনুরোধ এবং তাযকিরা (স্মরণ করিয়ে দেয়া) ও নাসীহা হিসেবে।

অতএব, শাহাদাহ হচ্ছে দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাক ও তার আমীর সম্মানিত শাইখ আবু বকর আল বাগদাদী – আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন - এর সাথে জামাআতে আল কায়েদার সম্পর্কের ব্যাপারে।

আমি আল্লাহর সাহায্য নিয়ে বলছি, এটা আমার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য, আল্লাহকে এর উপর সাক্ষী রাখছি।

১। অবশ্যই দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফীল ইরাক জামাআতে কায়েদাতুল জিহাদের একটি শাখা, আমি এখানে বিস্তারিত কিছু আলোচনা করা পছন্দ করছি:

যখন দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফীল ইরাক জামাআতে কায়েদাতুল জিহাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই জামাআতের নেতৃত্বে ছিলেন ইমাম মুজাদ্দিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ, বরং তখন পরামর্শও নেওয়া হয় নি। এমনকি এ ব্যাপারে অবগতও করা হয় নি। তখন শহীদ - আমরা এমনি ধারণা করি - আবু হামযা আল-মুহাজির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি পাঠান যাতে তিনি দাওলাহ এর প্রতিষ্ঠার ব্যাপার পরিষ্কার করেন। তাতে গুরুত্বারোপ করে বলেন, দাওলাহ হচ্ছে জামাআতে কায়েদাতুল জিহাদের, এবং ভাইয়েরা শুরায় এই ব্যাপারে শাইখ শহীদ - আমরা এমনি ধারণা করি - আবু উমর আল বাগদাদী এর প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন যে, এর আমীর হচ্ছেন শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ। দাওলাহ হচ্ছে জামাআতে আলকায়েদার অনুগত। কিন্তু ইরাকের তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তারা সমীচীন মনে করলেন যে, ভাইয়েরা তা জানুক কিন্তু প্রকাশ না করুক।

কায়েদাতুল জিহাদ জামাআতের ও দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাকের সাধারণ নেতৃবৃন্দ ভাইয়েরা এই ভিত্তির উপরই সম্পর্ক রাখতেন যে, দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাক হচ্ছে কায়েদাতুল জিহাদেরই একটি অংশ, তার উদাহরণ হচ্ছে:

ক) ওই চিঠি যেটি আমেরিকা শাইখ উসামা বিন লাদিন রহিমাহুল্লাহ এর বাড়িতে পেয়ে প্রকাশ করেছে, নম্বর হচ্ছে:

SOCOM-2012-0000011 Orig

এটা হচ্ছে শাইখ আত্তিয়ার পক্ষ থেকে শাইখ মুস্তফা আবু ইয়াযিদ - আল্লাহ উভয়ের প্রতি রহম করুন - এর প্রতি প্রেরিত চিঠি, এর মধ্যেই শাইখ আত্তিয়া শাইখ মুস্তফা আবু ইয়াযিদের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন কারুমীর (এর দ্বারা শাইখ আবু হামযা আল-মুহাজিরকে বুঝানো হয়েছে) কাছে দিক-নির্দেশনামূলক চিঠি লিখতে যাতে তাদের মধ্যে কোনো রাজনৈতিক ভুলের সৃষ্টি না হয়।

খ) যখন শাইখ আবু বকর আল হোসাইনী আল বাগদাদী - আল্লাহ তাকে তাওফীক দিন - কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুমতি ব্যতীত দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন শাইখ আত্তিয়া রহিমাহুল্লাহ ৭ জামাদিউল উলা ১৪৩১ হিজরীতে দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাকের নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি পাঠান যার মধ্যে এসেছে: "আমরা নেতৃত্বের ভাইদের প্রতি প্রস্তাব করছি, একটি অন্তর্বর্তীকালীন নেতৃত্ব দেবার জন্যে, পরামর্শের ভিত্তিতে যেটি পরিচালিত হবে, আমরা অধিকতর ভালো মনে করি তারা ধৈর্য ধরবেন – যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে কোনা বাধা থাকবে না অথবা অফিসিয়াল উদ্যোগের জন্যে প্রধান্যশীল কিছু থাকবে না - এবং আমাদের কাছে পাঠাবেন প্রস্তাবিত নামসমূহ এবং প্রত্যেকের বর্ণনা (নাম, পরিচয় ও যোগ্যতা ইত্যাদি) এবং এগুলো শাইখ উসামার কাছে পাঠাবো আপনাদেরকে পরামর্শ দেবার জন্যে।"

গ) শাইখ উসামা শাইখ আত্তিয়া – আল্লাহ উভয়ের প্রতি রহম করুন - এর প্রতি ২৪ রজব ১৪৩১ হিজরীতে একটি চিঠি পাঠান যার মধ্যে এসেছে:

"কতই না ভালো হতো যদি আমাদেরকে আমাদের ভাই আবু বকর আল বাগদাদী সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য দিতেন, যাকে আমাদের ভাই আবু উমর আল বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ এর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা হয়েছে, এবং তার প্রথম নায়েব আবু সুলাইমান আন নাসির লি দ্বীনিল্লাহ এর তথ্য, ভালো হতো তাদের সম্পর্কে সেখানে আপনারা এমন ব্যক্তিদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যাদের উপর আপনারা পূর্ণ আস্থাশীল, যাতে করে আমাদের নিকট এটা সুস্পষ্টভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়।" এটা হচ্ছে ওই চিঠি যা আমেরিকানরা শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এর বাড়ি থেকে গ্রহণ করেছে এবং এটা এই নম্বরে প্রকাশ করেছে:

SOCOM-2012-0000019 Orig

ঘ) অতঃপর শাইখ আত্তিয়া রহিমাহুল্লাহ এটার জবাব দিয়েছেন ৫ শাবান ১৪৩১ হিজরীতে, এরমধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন:

“ইনশা আল্লাহ আমরা আবু বকর আল বাগদাদী ও তার নায়েব আবু সুলায়মান আন নাসির সম্পর্কে তথ্য নিবো,............ আমরা সূক্ষভাবে তা অর্জন করবো।”

ঙ) শাইখ আত্তিয়া ২০ শাওয়াল ১৪৩১ হিজরী মোতাবেক দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাকের তথ্য মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠান যার মধ্যে এসেছে:

“সম্মানিত মাশায়েখগণ আপনাদের নবীন নেতৃবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জানতে চাচ্ছেন আল্লাহ আপনাদেরকে তাওফীক দিন এবং সাহায্য করুন: দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাকের আমীরুল মুমিনীন আবু বকর আল বাগদাদী, তার নায়েব ও যুদ্ধমন্ত্রী এবং আপনারা যদি চান তাহলে এদের ছাড়াও অন্য দায়িত্বশীলদের, যদি সম্ভব হয় তাহলে নেতৃবৃন্দকে জানাবেন, হয়তো তারা নিজেদের পরিচয় নিজে দিবেন, অথবা শ্রবণযোগ্য রেকর্ড করবেন।”

চ) অতঃপর দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাকের শুরার একজন প্রতিনিধি ১৪৩১ এর যিলকিদাহ এর প্রারম্ভে জবাব দেন, নিম্নে হচ্ছে এই:

“আমার প্রিয় বিজ্ঞভাই, আমাদের কাছে আপনার মূল্যবান চিঠি সম্প্রতি পৌঁছেছে, তেমনিভাবে মাশায়েখদের - আল্লাহ তাঁদেরকে রক্ষা করুন - পক্ষ থেকে নির্দেশনামূলক পূর্ববর্তী চিঠিসমূহও পৌঁছেছে যার মধ্যে এখানে দাওলাহ এবং এর নতুন আমীর নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্থিরতার কথা উল্লেখ ছিল, কিন্তু এটা পৌঁছেছে নতুন নেতৃত্ব ঘোষণার পর, আর আমরা সবসময়ই মাশায়েখদেরকে এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানানোর ব্যাপারে যত্নবান থাকি।

....

আমরা আপনাদেরকে জানাচ্ছি **হে আমাদের সম্মানিত মান্যবর** যে, **আপনাদের ইসলামী দাওলাহ** রাফিদীনদের ভূমিতে ভালো এবং সুসংহত আছে।

....

আমাদের প্রাজ্ঞ শাইখগণ... দুই শাইখ (আবু উমর ও আবু হামযা) নিহত হবার পর মজলিশে শুরা চেয়েছিল নতুন আমীর বিলম্বে ঘোষণা করতে যাতে নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থার পর **আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশনা আসে,** কিন্তু কয়েকটি কারণে বিলম্বের মেয়াদ বাড়াতে পারলাম না, এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভেতর ও বাহির থেকে শত্রুদের পর্যবেক্ষণ,

....

সব ভাই এ ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছেন, তাদের সম্মুখভাগে শাইখ আবু বকর হাফিজাহুল্লাহ ও মজলিশে শুরা, যে, এতে কোনো বাধা নেই যে, **ইমারাহ** অন্তর্বর্তীকালীন হবে - যদি পূর্ণতার স্বার্থে এটা উচিৎ মনে করেন - তাহলে নেতৃত্ব আপনাদের মনোনয়নকৃত ব্যক্তির উপর অর্পণ করতে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো বাধা নেই, তখন সবাই তার **সৈনিক** হবে এবং তার কথা শোনা ও তাকে মান্য করা ওয়াজিব হবে, এই আবশ্যকীয়তা - যার উপর আবু বকর হাফিজাহুল্লাহ সহ মজলিশে শুরার সবাই একমত।"

ছ) শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ এর শাহাদাতের পর সম্মানিত শাইখ আবু বকর আল হোসাইনী আল বাগদাদী একটি বিবৃতি দেন যার মধ্যে এসেছে:

"যদিও আমি প্রত্যয়ী যে, শাইখের শাহাদাত তাঁর মুজাহিদ ভাইদের মধ্যে অবিচলতা ও দৃঢ়তা বাড়াবে, অতঃপর আমি বলছি তানজীমে কায়েদার ভাইদেরকে, এদের সর্বাগ্রে রয়েছেন শাইখ মুজাহিদ আইমান আল জাওয়াহিরী হাফিজাহুল্লাহ এবং তানযীমের নেতৃত্বাধীন ভাইদেরকে বলছি, "আল্লাহ আপনাদেরকে অনেক সওয়াব দান করুন ও আল্লাহ তাআলা এই দুঃসময়ে উত্তম সান্তনা দান করুন, আল্লাহর বরকতে আপনারা চলতে থাকুন তার উপর যা আপনারা নিজেদের মনে করেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন; আপনাদের জন্যে দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাকে অনেক বিশ্বস্ত পুরুষ রয়েছেন যারা তাদের লক্ষ্যপানে সত্যের উপর সদা অবিচল, যারা থামবে না, থামতে চাইবে না। এবং আল্লাহর কসম এটা হচ্ছে রক্তের বদলে রক্ত, এবং ধ্বংসের বদলে ধ্বংস।"

জ) অতঃপর এই বিবৃতির পর দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাকের একজন যোগাযোগ প্রতিনিধি শাইখ আত্তিয়া রহিমাহুল্লাহ এর উদ্দেশ্যে ২০ জামাদিউস সানি ১৪৩২ হিজরীতে একটি চিঠি পাঠান যার মধ্যে এসেছে:

"শাইখ (আবু বকর আল বাগদাদী) হাফিজাহুল্লাহ অসিয়ত করেছেন আপনাদেরকে এখানকার পরিস্থিতি নিয়ে প্রশান্ত করতে, আল্লাহর প্রশংসায় সব বিষয় সুন্দর ক্রমবর্ধনশীল উন্নয়নের পথে অবিচলতার সাথে চলছে, তিনি তানজীমে আলকায়েদার নতুন আমীরের প্রতি বাইআত প্রদানের ব্যাপারে আপনারা কি সমীচীন মনে করেন, **দাওলাহ কি প্রকাশ্যে বাইআত নবায়ন করবে না গোপনে যেমনিভাবে এ ব্যাপারে পূর্বে হয়েছিল?** এটা এজন্যে যে, এখানকার ভাইয়েরা **আপনাদের**

ধনুকের তীর, তাদের সম্পর্ক আপনাদের সাথে তেমনই যেমন শাইখ প্রকাশ্য বক্তব্যে বলেছিলেন (রক্তের বদলা রক্ত এবং ধ্বংসের বদলা ধ্বংস)

ঝ) আমি শাইখ উসামা রহিমাহুল্লাহ এর পর নেতৃত্ব গ্রহণের পর আমাকে শাইখ আবু বকর আল বাগদাদী আল হোসাইনী তার আমীর বিশেষণে সম্বোধন করতেন, এমনকি তার (হাফিজাহুল্লাহ) পক্ষ থেকে ২৯ জামাদিউল উলা ১৪৩৪ হিজরীতে প্রেরিত শেষ চিঠির মধ্যেও, তিনি এটা শুরু করেন এই কথার দ্বারা:

“আমাদের অতীব সম্মানিত **আমীরের** প্রতি”

এবং সমাপ্তি টানেন এই কথার দ্বারা:

“আমার কাছে এই মুহুর্তে খবর পৌঁছলো যে জাওলানি, একটি অডিওবার্তা প্রকাশ করেছেন যার মধ্যে সরাসরি আপনার কাছে তিনি বাইআতের কথা ঘোষণা করেছেন, এটা এজন্য যে, তিনি এবং যারা তার অনুসারী তারা যে ভুল ও অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তার ফলাফল থেকে যেন তারা নিজেদেরকে নিরাপদে রাখতে পারে, নগন্য বান্দা (আবু বকর আল বাগদাদী নিজেকে বুঝিয়েছেন) এবং তার সাথে যারা শামে আছেন তারা মনে করে যে, আমাদের খুরাসানের **মাশায়েখগণ** এই ষড়যন্ত্রের দাফনের লক্ষ্যে নিজেদের নিখাদ অবস্থান পরিষ্কার করবেন, এবং তা রক্ত প্রবাহ শুরু হওয়া এবং আমরা এই উম্মাতের নতুন দুঃসময়ের কারণ হয়ে যাবার পূর্বেই...

আমরা মনে করি এই বিশ্বাসঘাতককে (শাইখ জাওলানী কে বুঝিয়েছেন) যেকোনো সমর্থন দেয়া কিংবা তাকে পরোক্ষভাবে সমর্থনের ছুতো খুঁজলে সেটাও অনেক বড় ফিত্‌নার দিকে নিয়ে যাবে, এর দ্বারা আমাদের পরিকল্পনা খুয়ে যাবে যার জন্যে মুসলমানদের রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, এবং নিশ্চয়ই স্বচ্ছ অবস্থান বর্ণনা করার মধ্যে বিলম্ব এই বিষয়কে আরো গাঢ় করে দিবে, মুসলমানদের একতার সারি ভেঙ্গে দেবে, **জামাআতের** প্রভাব কমে যাবে যার মধ্যে **অতিরিক্ত রক্ত প্রবাহ** ব্যতীত প্রতিরোধক কোনো প্রতিষেধক থাকবে না।

ঞ) এমনিভাবে শাইখ আবু মুহাম্মদ আল আদনানী সাক্ষ্য পাঠিয়েছেন যা তিনি এভাবে প্রদান করেছেন:

“এটা লিখেছেন নগন্য বান্দা আবু মুহাম্মদ আল আদনানী

১৯ জামাদিউল আউয়াল ১৪৩৪ তে আল্লাহর দিকে অপারগতা চেয়ে অতঃপর উম্মতের কাছে, এরপর আমাদের **আমীর শাইখ ডক্টর আইমান আল জাওয়াহিরীর** কাছে, অতঃপর শাইখ আবু বকর আল বাগদাদী হাফিজাহুল্লাহ এর কাছে”

ট) শাইখ আবু বকর আল হোসাইনী আল বাগদাদী হাফিজাহুল্লাহ ২১ রামাদান ১৪৩৪ হিজরীতে জামাআতে আলকায়েদার এক দায়িত্বশীলের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন যার মধ্যে এসেছে:

“আমরা শাইখ আইমান আল জাওয়াহিরীর সর্বশেষ চিঠিটি তিনটি স্তরে অধ্যয়ন করেছি,

- শামে অবস্থিত দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ এর নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ।

- শাম প্রদেশের আমীরগণের সাথে পরামর্শ যারা আমাদের মজলিশে শুরার সদস্য হয়েছেন।

- চিঠিটা দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ এর শরীয়াহ বিভাগের পক্ষ থেকে শরয়ী দৃষ্টি নিয়ে পাঠ করা।

আমাদের কাছে এই বিষয় পরিষ্কার হবার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, **আমাদের আমীরের** আনুগত্য হবে আমাদের প্রভুর অবাধ্য হওয়া, আমাদের সাথে যারা মুজাহিদ আছেন তাদের ধ্বংস হওয়া, বিশেষ করে মুহাজিরদের জন্যে; তাই আমরা আমীরের সন্তুষ্টির উপরে আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণ শুরু করলাম। আর এমনটি বলা হয় না যে, আমীরের যে আদেশে মুজাহিদদের ধ্বংস হয় অথবা প্রভুর প্রতি গুনাহ হয় এমন আদেশ যে ব্যক্তি অমান্য করেছে, সে উত্তম আচরণ পরিত্যাগ করেছে।”

আমি এইসব উদাহরণই যথেষ্ট মনে করছি।

২। এই ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রশ্ন হচ্ছে যে, এটা কি দলের আমীরের পক্ষ থেকে তার সৈন্যদের প্রতি নির্দেশ? নাকি এমন রায় যা ঝগড়ার সময় বিচারকের পক্ষ থেকে হয়, আমি এই বিষয়ে ওই লম্বা চিঠিতে বিস্তারিত বলেছি যা আমি ২৮ শাওয়াল ১৪৩৪ হিজরীতে দাওলাহ এর ভাইদের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি, সেটাতে আমি গুরুত্ব সহকারে বলেছি যে, এটা হচ্ছে একজন আমীরের নির্দেশ যা প্রদান করা হয়েছে তার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে একটি সঙ্কট সৃষ্টি হবার কারণে, এটা কোনো বিচারকের রায় নয় যা দুই পক্ষের সমস্যা উপস্থাপন করার কারণে প্রদান করা হয়।

৩। তবে ওই প্রশ্ন যা বারবার উত্থাপন করা হয় যে, কেন জামাআতে আলকায়েদার নেতৃবৃন্দ দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাকের (ISI) প্রশংসা করেন এবং এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, অথচ তারা দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাক ও শামের (ISIS) ব্যাপারে সন্তুষ্ট হন না?

উত্তর: যদিও দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাকের প্রতিষ্ঠার ঘোষণার পূর্বে কায়েদাতুল জিহাদের সাধারণ নেতৃবৃন্দ এবং এর আমীর শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ এর নির্দেশনা, পরামর্শ নেয়া হয় নি, এমনকি ঘোষণার পূর্বে অবগতও করা হয় নি, এরপরও এটাকে ("দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফীল ইরাক") স্বীকৃতি দেবার মধ্যে এবং "দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফীল ইরাক ওয়াশ শাম" এর মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য আছে, এর মধ্যে আছে:

ক) দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাক এমন কোনো ফিত্‌নার পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হয় নি যেখানে আমরা অন্য মুজাহিদীন ফ্রন্টকে সমর্থন করলে তারা এর বিনিময়ে রক্ত প্রবাহিত করার হুমকি দিয়েছিল।

খ) দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুরা আল মুজাহিদীন ও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মধ্যে বিস্তর পরামর্শের মাধ্যমে, যেমনিভাবে আমাদেরকে এ ব্যাপারে শাইখ আবু হামযা আল মুহাজির রহিমাহুল্লাহ সংবাদ দিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন ওই ব্যক্তি যার সাথে আমাদের দীর্ঘ সম্পর্কের কারণে আমরা তার নির্ভর করি, কেননা তিনি চেষ্টা করেছেন প্রত্যেক জিহাদী দলের কাছে দাওলাহ এর দাওয়াত দেবার জন্যে। এর বিপরীতে দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাক ও শামের ক্ষেত্রে দলের ভেতরেরই সীমিত সদস্যদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে তা ঘোষিত হয়েছে, এরই মধ্যে জাবহাতুন নুসরা ঘোষণা করেছে যে, এই ব্যাপারে তাদের সাথে কোনো পরামর্শই করা হয় নি!

গ) দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাক ও শামের ঘোষণাটি ছিল জামাআতে কায়েদাতুল জিহাদের নির্দেশের সুস্পষ্ট বিরোধিতা, যেখানে বলা হয়েছিল যেন শামে আল কায়েদা এর উপস্থিতিকে গোপন রাখা হয়। বরং আল কায়েদার নেতৃবৃন্দের সাধারণ ঘোষণা হচ্ছে যে, এ পর্যায়ে যেন কোনো ধরনের দাওলাহ (state) ঘোষণা করা না হয়। এটা হচ্ছে এমন বিষয় যার কথা শাইখ উসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ বিস্তারিতভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন শাইখ আত্তিয়া রহিমাহুল্লাহ এর প্রতি প্রেরিত চিঠিতে, এই চিঠিকেই মার্কিনিরা এই নম্বরে প্রকাশ করেছে:

SOCOM-2012-0000019 Orig

এবং এই বিষয়কেই শাইখ আবু ইয়াহইয়া রহিমাহুল্লাহ দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাকের ভাইদেরকে বার বার বলেছেন, অতঃপর আমি এই বিষয়কে পুনর্বার শাইখ আবু বকর আল হোসাইনী আল বাগদাদীকে ২৫ জামাদিয়ুস সানি ১৪৩৫ হিজরীতে বলেছি, আমি তার উদ্দেশ্যে সেখানে লিখেছি:

"যদি আপনারা এই দাওলাহ ঘোষণার পূর্বে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, তাহলে আমরা আপনাদের সাথে একমত হতাম না। আমরা এবং আমাদের এখানকার ভাইরা মনে করি, এর ঘোষণার মধ্যে উপকারের চেয়ে অপকার বেশী। কেননা শামে এখনো দাওলাহ এর উপকরণ পরিপূর্ণ হয় নি।"

ঘ) দাওলাতুল ইসলামিয়্যা ইরাক ও শামের ঘোষণা শামবাসীদের জন্যে গোলযোগের কারণ হয়েছে। যখন আমেরিকা জাবহাতুন নুসরাকে সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার কারণে শামবাসী মিছিল সহকারে জাবহাতুন নুসরার সমর্থনে বের হচ্ছিল, তখন দাওলাহ এর নেতৃবৃন্দের এই ঘোষণার কারণে শামবাসী এর নিন্দা করা শুরু করলো এবং এভাবে বাশার আল আসাদের কঠিন সময়কে দাওলাহ সহজ করে দিলো; এই ঘোষণা বাকি জিহাদী গ্রুপসমূহকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুললো, যখন তারা দেখলো দাওলাহ নিজেকে তাদের উপর তাদের পরামর্শ ও সন্তুষ্টি ব্যতীত চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে।

ঙ) দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ ইরাক ও শামের ঘোষণার ফলে একই জামাআতের মধ্যে ধারালো অন্তর্দ্বন্দ্ব তৈরি হয়, যা যুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে, এবং শাইখ আবু বকর আল হোসাইনী আল বাগদাদী হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন যে, জাবহাতুন নুসরাকে বিন্দুমাত্র সমর্থন অথবা এ ব্যাপারে তিনি যা সঠিক অবস্থান মনে করেন তা থেকে সামান্য পরিমাণ গড়িমসি – তার ঘোষণার ধারাবাহিকতায় - অবশ্যই রক্ত প্রবাহ শুরু করবে, যা ইতিমধ্যে বাস্তবেই শুরু হয়েছে।

চ) এখন পর্যন্ত শামে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, আর যদি দাওলাহ সেই সিদ্ধান্তটি মেনে নিতো এই সঙ্কটময় মুহূর্তে মুজাহিদদের রক্তের রক্ষার্থে এবং ফিত্না দূরীকরণের স্বার্থে, এবং শুধু ইরাকের জন্যে থেকে যেতো, যেখানে তাদের প্রচেষ্টা আরো বাড়ানো প্রয়োজন, যদি তারা তা মেনে নিতো এবং শুরার ভিত্তিতে নিজ আমীরের কথা শুনতো ও আনুগত্যের জন্যে মনোযোগী হতো, নিজেদের আমীরের এবং নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অবাধ্য না হতো, আমি মনে করি তবে তারা অবশ্যই মুসলমানদেরকে এই রক্তের বন্যা থেকে বাঁচাতে পারতো, এবং রাফেজি সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক

ধ্বংস বয়ে আনতে পারতো, এবং ইরাকের আহলে সুন্নাহকে আরো অধিক সাহায্য করতে পারতো। আর সর্বদা আল্লাহর জন্যেই প্রশংসা।

এটাই হচ্ছে শাহাদাহ, এরই সাথে সাথে আমি একটি নির্দেশ ও অনুরোধ করছি।

অতএব নির্দেশ হচ্ছে শাইখ আল ফাতিহ আবু মুহাম্মদ আল জাওলানি হাফিজাহুল্লাহ এবং জাবহাতুন নুসরার সম্মানিত প্রত্যেক যোদ্ধাকে, এবং অনুরোধ হচ্ছে রিবাতভূমি শামের প্রত্যেক মুজাহিদগোষ্ঠী ও সংস্থাসমূহের প্রতি, যে, আপনারা অতি তাড়াতাড়ি বিরত হোন ওইসব যুদ্ধ থেকে যার মধ্যে নিজেদের উপর, মুজাহিদ ভাইদের উপর এবং সমগ্র মুসলমানদের উপর সীমালঙ্ঘন হয়, এবং আপনারা নিয়োজিত হোন ইসলামের শত্রু বাথপার্টি, নুসাইরি এবং তাদের সহযোগী রাফেজিদের বিরুদ্ধে।

তেমনিভাবে আমি আবারো বলছি, প্রত্যেকে চলমান বিবাদ নিরসনের জন্যে একটি স্বতন্ত্র শরয়ী বোর্ডের অধীনে ফয়সালা মেনে নিন।

তেমনিভাবে আমি আবেদন করছি, মিডিয়া এবং প্রচার মাধ্যমে পরস্পরকে অপবাদ দেওয়া, অতিরঞ্জিত শব্দ প্রয়োগ এবং মুজাহিদদের মধ্যে ফিত্না প্রজ্জ্বলন করা থেকে বিরত থাকুন, আপনার হবেন কল্যাণকে উন্মুক্তকারী এবং মন্দকে বন্ধকারী।

সর্বশেষে নাসীহা এবং তাযকিরা বাকি থাকলো।

এটা হচ্ছে তাযকিরা ও নাসীহা সাধারণভাবে শামে অবস্থিত প্রত্যেক মুজাহিদদের জন্যে, যথেষ্ট হয়েছে নিষ্পাপ মুসলমানদের রক্ত প্রবাহ, যথেষ্ট হয়েছে জিহাদের নেতৃবৃন্দ এবং শাইখদের হত্যা করা, যথেষ্ট হয়েছে কেননা আপনাদের প্রত্যেকের রক্ত আমাদের কাছে প্রিয় ও মূল্যবান। এবং

আমরা আকাঙ্ক্ষা করি আপনারা ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ইসলামের সাহায্যে নিজেকে কুরবান করে দিবেন।

তাযকিরা ও নাসিহা হচ্ছে বিশেষভাবে সম্মানিত শাইখ আবু বকর আল বাগদাদী এবং তার সাথীদের জন্যে, আপনারা নিজেদের আমীরের কথা শোনা এবং মান্য করায় ফিরে আসুন, আপনারা ফিরে আসুন এর দিকে যার জন্যে আপনাদের মাশায়েখগণ এবং আমীরগণ কষ্ট করেছেন, যারা আপনাদের চেয়ে জিহাদ ও হিজরতে অগ্রসর হয়েছেন।

আপনারা আক্রান্ত ইরাকের দিকে মনোযোগী হোন, যেখানে আপনাদের আরো অধিক প্রচেষ্টা ব্যয় করা প্রয়োজন, আপনারা গুটিয়ে নিন যদিও আপনারা নিজেদেরকে মজলুম এবং অধিকার লুণ্ঠিত মনে করেন, যাতে এই রক্তাক্ত উপাখ্যান বন্ধ হয়, আপনারা জিহাদ ও রিবাতভূমি ইরাকে ইসলাম ও আহলে সুন্নাহের শত্রুদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হোন, মুসলমানদের রক্তের হেফাজতের জন্যে, এক কাতারবন্দী হবার জন্যে এবং শত্রুদের উপর মুসলমানদের বিজয়ের জন্যে; যদিও আপনারা এটাকে নিজেদের উপর অন্যায়, কষ্টকর এবং নির্যাতন মনে করেন।

এবং তাযকিরা ও নাসিহা যা আমি সম্মানিত শাইখ আবু বকর আল হোসাইনী আল বাগদাদীর জন্যে বিশেষ করেছি, যে, আপনি অনুসরণ করুন নবী দৌহিত্র আপনার দাদা হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর, যিনি খিলাফতের অধিকার থেকে সরে গিয়েছিলেন মুসলমানদের রক্তস্রোত রক্ষার্থে, সুতরাং বাস্তবায়িত হলো আপনার এবং উনার নানা সায়্যিদিনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুসংবাদ: "আমার এই সন্তান হচ্ছে সায়্যিদ যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের দুটি বৃহৎ দলের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলবেন।"

আপনার জন্যে কি এই সুসংবাদ যথেষ্ট নয়? আপনাকে কি আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাওফীকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ আনন্দিত করছে না যা ইহকাল ও পরকালে আপনার মর্যাদা উচু করবে? এবং আপনি মোকাবেলা করবেন ইরাকের ইসলামের শত্রুদেরকে যেখানে আপনাদের অধিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন, এবং এর দ্বারা মুসলমানদের মধ্যবর্তী ফিত্না দূর হবে, তাদের প্রীতি, ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্ব ফিরে আসবে।

আল্লাহর উপর ভরসা করুন, এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করুন, তাহলে অচিরেই পাবেন প্রত্যেক মুজাহিদ ভাই ও জিহাদের সহযোগীকে আপনার সাহায্যকারী ও সহায়ক হিসেবে। হে সম্মানিত

শাইখ, আপনার দাদার অনুসরণ করুন, এবং আপনি হোন উত্তম পূর্বসুরির উত্তম উত্তরসুরি। নবুয়্যত ঘরের নতুন এক উপমা ফিরিয়ে আনুন, আল্লাহর তাওফীকে ইহকাল ও পরকালে সফল হবেন। এমন সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে, যাদের ভালোবাসা দ্বীন এর প্রতি এবং যাদের শত্রুতা পোষণ কুফর এর প্রতি এবং তাদের সান্নিধ্য অর্জন নাজাতের মাধ্যমে এবং দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে।

আর আমাদের শেষ কথা হচ্ছে, সমস্ত প্রশংসা শুধুমাত্র জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই।